দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 1 7 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২৭

# ‘প্রশাসনিক সংস্কারে জনগণের সমর্থনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ঐকমত্যেরও প্রয়োজন’

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। উক্ত সংস্কার কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সার্বিক সমর্থনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ঐকমত্যেরও প্রয়োজন রহিয়াছে।

গতকাল (মঙ্গলবার) স্থানীয় একটি হোটেলে "বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কারের" উপর অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের শেষ দিনে বক্তারা উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলিয়াছেন, বর্তমান সরকার দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রশাসনিক সংস্কার সাধনে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

## প্রশাসনিক সংস্কার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী বলিয়া সংস্কার কর্মসূচী হাতে লইয়াছে। জনগণের সমর্থন লইয়া ব্যাংকিং খাতে সংস্কার শুরু করিয়াছে। ইহার সুফল জনগণ পাইতে শুরু করিয়াছে। বর্তমান সরকারই দেশে প্রথম দেউলিয়া আইন পাস করিয়াছে, ব্যাংক কোম্পানী আইনের পরিবর্তন করিয়াছে, ঋণ খেলাপী আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি বলেন, দেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যাপারে জনগণের সার্বিক সমর্থন থাকিলে বিরোধী দলকেও সেই কর্মসূচীকে সমর্থন জানাইতে হইবে। নচেৎ বিরোধী দল জনসমর্থন হারাইবে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বিশ্বব্যাংক আবাসিক প্রতিনিধি ফেডরিক টি, টেম্পল, সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হক ও সেমিনারের সুপারিশ তুলিয়া ধরেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত প্রমুখ।

অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলিয়াছেন, দুর্নীতিবাজরা সমাজে কর্তৃত করিবে এই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। প্রশাসনসহ সকল স্তরের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হইতে হইবে। তাহাদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করিতে হইবে। মন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার কার্যক্রম দেশের জন্য মঙ্গল বহিয়া আনিতেছে। এই সংস্কারের ফলে ঋণের মান উন্নত হইয়াছে। রাজনৈতিক তদবিরে এখন আর কোন ব্যাংক হইতে ঋণ দেওয়া হইতেছে না। তিনি বলেন, দেশের সরকারী খাতের ব্যাংকে গত ১৫ বৎসরে কোন নূতন নিয়োগ দেওয়া হয় নাই। ইহার ফলে কেরানী ও ক্যাশিয়ার পর্যায়ের লোক আজ এজিএম, ডিজিএম হইয়াছে। ফলে তাহাদের নিকট হইতে মানসম্মত কাজ আশা করা যায় না। তিনি বলেন, কোন তদবির ছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতম লোককে নিয়োগ করা হইলে তাহার নিকট হইতে ভাল কাজ পাওয়া সম্ভব। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তিনি সকল ক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম হাতে লইলে ভাল অপেক্ষা খারাপ বেশী হইবে। তিনি রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য এই সংস্কার কর্মসূচীর প্রস্তাব জাতীয় সংসদে লইয়া যাওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, সংসদীয় কমিটিগুলি ভালভাবে কাজ করিতেছে। উক্ত কমিটিতে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরাও জোরালোভাবে অংশগ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শুধু একটি সিদ্ধান্ত কার্যকর করিয়া বৎসরে একশত কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হইয়াছে। তিনি শিক্ষা খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদের মান উন্নয়নের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি ফেডরিক টি, টেম্পল প্রশাসনে দুর্নীতি, কাষ্টমস কর্মকার্তাদের ঘুষ, পুলিশী চাঁদা আদায় রন্ধ করিয়া ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক ব্যয় কমাইয়া আনার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। সেমিনারে জাতীয় সংসদ সদস্য তাসমিমা হোসেনসহ সাবেক মন্ত্রী এ বি এম গোলাম মোস্তফা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এস এম আল হোসাইনী, রাজনীতিবিদ হাসানুল হক ইনু, কয়েকজন সাবেক সচিব ও সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিকালের অধিবেশনে সভাপতিত করেন পূর্ত ও গৃহায়ন এবং বিমানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। সাবেক মন্ত্রী এ এম মুহীতের প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ডঃ জহিরুল আলম, রেহমান সোবহান, এস এম আল হোসাইনী, পিয়ারে ল্যান্ডেল মিল, এ বি এম গোলাম মোস্তফা, এনাম আহামদ চৌধুরী ও রাজনীতিবিদ হাসানুল হক ইনু প্রমুখ।